ভরতের মাতৃভক্তি

শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর জনকের বালা।
বসতি করেন নির্মাইয়া পর্ণশালা।।
তার দ্বারে বসিয়া আছেন রঘুবীর।
জানকী তাহার মধ্যে লক্ষ্মণ বাহির।।
হেনকালে ভরত শত্রুঘ্ন দীনবেশে।
শ্রীরামের আশ্রমেতে আসিয়া প্রবেশে।।
গলবস্ত্র ভরত, নয়নে বহে নীর।
পথ পর্যটনে অতি মলিন-শরীর।।
পড়িলেন শ্রীরামের চরণকমলে।
আনন্দে শ্রীরাম তাঁরে লইলেন কোলে।।
ভরত কহেন ধরি রামের চরণ।
কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন।।
বামা জাতি স্বভাবত অল্প বুদ্ধি ধরে।
তার বাক্যে কে কোথা গিয়েছে দেশান্তরে।।
অযোধ্যাভূষণ তুমি অযোধ্যার সার।
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার।।
চল প্রভু অযোধ্যায় লহ রাজ্যভার।
দাসবৎ কর্ম করি আজ্ঞা অনুসার।।

Scanned with CamScanner

শ্রীরাম বলেন, "তুমি ভরত পণ্ডিত।
না বুঝিয়া কেন বল এ নহে উচিত।।
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতায়।
বনে আইলাম আমি পিতার আজ্ঞায়।।
চতুর্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য।
অযোধ্যা যাইব আমি দেখিবে প্রত্যক্ষ।।
যাও ভাই ভরত ত্বরিত অযোধ্যায়।
মন্ত্রিগণে ল'য়ে রাজ্য করহ তথায়।।
সিংহাসন শূন্য আছে ভয় করি মনে।
কোন শত্রু বিপদ ঘটাবে কোন ক্ষণে।।
চতুর্দশ বৎসর জানহ গত প্রায়।
চারি ভাই একত্র হইব অযোধ্যায়।"
জোড়হাতে ভরত কহিলেন সবিনয়।
"কেমনে রাখিব রাজ্য, মোর কার্য নয়।।
তোমার পাদুকা দেহ করি গিয়া রাজা।
তবে সে পারিব রাম পালিবারে প্রজা।।
তোমার পাদুকা রাম থাকে যদি ঘরে।
ত্রিভুবনে ভরত কাহারে নাহি ডরে।।"
শ্রীরাম বলেন, "হে ভরত প্রাণাধিক।
পাদুকা লইয়া যাহ কি কব অধিক।।"
শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে।
ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে।।
রত্ন সিংহাসনে শ্রীভরত পট্টপাতি।
তদুপরি পাদুকা রাখিয়া ধরে ছাতি।।
তার নীচে শ্রীভরত কৃষ্ণসার-চর্মে।
পাত্রমিত্র সহিত থাকেন রাজকর্মে।।

পাঠ সহায়

শব্দার্থ : **বালা**—বালিকা, বধূ। **পর্ণশালা**—লতাপাতা দিয়ে তৈরি কুটির। **দ্বারে**—দরজায়। **দীনবেশে**—অত্যন্ত সাধারণ গরিবের পোশাকে। **নীর**—জল। **বামা জাতি**—স্ত্রী জাতি। **প্রত্যক্ষ**—চোখের সামনে। **পাদুকা**—খড়ম। **শিরে**—মাথায়। **পট্টপাতি**—রেশমের তৈরি কাপড় বিছায়ে।

Scanned with CamScanner